আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাধি ও সম্মানজনক লকব সমূহ:

১. আস সিদ্দীক: আবু বকর ইবনে আবী কুহাফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২. আল ফারুক: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩. যুন-নুরাইন: উসমান ইবনে 'আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪. বীরদের সর্দার ও হাইদার: আলী ইবনে আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৫. রাসূল ﷺ এর মুয়াযযিন: বিলাল ইবনে রাবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬. নবী ﷺ এর খত্বীব: সাবেত ইবনে কায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭. নবী ﷺ এর কবি: হাসসান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮. যুরশীমালাইন বা দুই শিমাল বিশিষ্ট: উমাইর ইবনে আব্দি আমর ইবনে নাদ্বলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯. রাসূল ﷺ এর খাদিম: আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০. রাসূল ﷺ এর হাওরী: যুবাইল ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১. আসাদুল্লাহ্: হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২. সাইফুল্লাহ্ আল মাসলুল: খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৩. নবী ﷺ এর প্রহরী: সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৪. মুসলিম উম্মাহর আমীন: আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৫. মুসলিম উম্মাহর বিজ্ঞ জ্ঞানী: আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৬. মুসলিম উম্মাহর হাকীম: আবু দারদার উয়াইমির ইবনু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৭. মক্কায় নিযুক্ত রাসূল ﷺ এর দুইজন মুয়াযযিন: আউস ইবনে মু'ঈর ইবনে রাবি'আহ ও আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা।

১৮. মুসলিম উম্মার হালাল ও হারাম সম্পর্কিত সর্বাধিক জ্ঞানী: মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৯. নবী ﷺ এর দুইটি রাইহানা: হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা।

২০. আরবের আরত্ববুন: আমর ইবনু 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২১. ইসলাম গ্রহণে রোমানদের অগ্রজ: সুহাইব ইবনে সিনান আর রুমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২২. ইসলাম গ্রহণে পারস্যদের অগ্রজ: সালমান আল ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৩. ইসলাম গ্রহণে হাবশীদের অগ্রজ: বিলাল ইবনে রাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৪. একমাত্র সাহাবী যার নাম কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে: যায়েদ ইবনে হারেসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (সূরা আহযাব ৩৭)

২৫. কিয়ামত দিবসে আলেমদের ইমাম: মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৬. মসজিদের কবুতর: আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৭. যেই সাহাবীকে রাসূল ﷺ স্বীয় হস্ত মুবারকে দাফন করেছেন: আব্দুল্লাহ্ যুল বাজাদাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৮. উড়ন্ত শহীদ: জাফর ইবনে আবি ত্বলিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৯. আবুল মাসাকীন বা মীসকিনদের পিতা: জাফর ইবনে আবি ত্বলিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩০. রাসূল ﷺ এর সময়ে ক্বারী উপাধিপ্রাপ্ত: উমাইর ইবনে 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (বনী খাতামা গোত্রের ইমাম ছিলেন)

৩১. আল মু'নাক (মৃত্যুর প্রতি অগ্রগামী) লকব প্রাপ্ত: আল মুনযির ইবনে আমর আস সায়েদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (উল্লেখ্য যে তিনি শাহাদাতের জন্য দ্রুত অগ্রগামী হয়ে যান)

৩২. সাইয়েদুল মুসলিমীন লকবপ্রাপ্ত: উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৩. আবিল লাহাম লকবপ্রাপ্ত: হুয়াইরিস ইবনে আব্দুল্লাহ্। (উল্লেখ্য যে তাকে আবুল লাহাম লকব দেয়া হয় এজন্য যেহেতু তিনি কোনো বেদি ও সৌধের উপর যবেহকৃত গোশত কখনো ভক্ষণ করেন নি।

৩৪. ইয়ারমুকের সিংহ: সা'ঈদ ইবনে যাইর।

৩৫. আমীরুল উমারাহ লকবপ্রাপ্ত সাহাবী: আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৬. নবী এর গোপন বিষয়ের রক্ষক: হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৭. ওহীর লিখক বা ইসলামের সর্বপ্রথম রাজা: মু'আবিআহ ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৮. রা'বি আস সুন্নাহ্ এবং সাহাবায়ে কিরামের মুহাদ্দিস: আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৯. যে সাহাবীকে ফিরিস্তাগণ তাদের ডানা দিয়ে ছায়া দিয়েছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে হারাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪০. যে পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন: 'উয়াইম ইবনে সাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪১. যে সাহাবীর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন কোনো প্রকার আড়াল ব্যতিত: আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪২. যে সাহাবীকে মৃত্যুর সময় ফিরিশতাগণ উপরে উঠিয়ে নেন: আমর ইবনে ফুহাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪৩. যে সাহাবী আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ্ তার কসম পূরণ করতেন: বারাহ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪৪. যে সাহাবী রাসূল ﷺ এর সাথে দুই হাজারেরও বেশি সলাতে অংশগ্রহণ করেছেন: জাবের ইবনে সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪৫. যে সাহাবীর সাথে বাঘ কথা বলেছে: উহবান ইবনে আল আক্বওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪৬. যে সাহাবীর পিছনে নবী ﷺ সলাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন তিনি মুসলিমদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিদের একজন: আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪৭. যে সাহাবীকে নবী ﷺ বলেছেন: “হে আবু ইয়াহইয়া তোমার বিক্রি লাভজনক হয়েছে” সুহাইব ইবনে সিনান আর-রুমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৪৮. নবী ﷺ এর লেখক ও পবিত্র কুরআনের সংকলক: যাইদ ইবনে সাবিত আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৪৯. যে সাহাবী ইয়ারমুকের যুদ্ধে মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছেন: ইকরিমাহ ইবনে আবী জাহেল রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫০. কিয়ামত দিবসে সাইয়েদুশ শুহাদা: হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫১. বরকতময় খাবারের মালিক: জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫২. যে সাহাবী বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন: উককাশা ইবনে মিহসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫৩. যে সাহাবী ১০০শত অশ্বারোহীর মর্যাদা লাভ করেছেন: দাহহাক ইবনে সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫৪. প্রিয়তমের পুত্র প্রিয়তম উপাধি প্রাপ্ত: উসামা ইবনে যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫৫. ইসলামের কুৎসা রটনাকারীনি ও নবী কে কষ্টদানকারীনি আসমা বিনতে মারওয়ান কে হত্যাকারী সাহাবী: সালিব ইবনে উমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫৬. হাবশায় আমীরুল মু'মিনিন লকবপ্রাপ্ত: জা‘ফর ইবনে আবি ত্বলিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

৫৭. বদর বিজয়ের সুসংবাদ বহনকারী সাহাবী: আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৫৮. বদর বিজয়ের সুসংবাদদাতা মদীনার পূর্বাঞ্চলে সুসংবাদদাতা সাহাবী: যাইদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৫৯. যে সাহাবী ইয়াহূদীদের ব্যাপারে সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহর ফয়সালায় বিচার করেছেন: সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬০. যে সাহাবীকে কোনো প্রকার ফিতনা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে না এমন মর্যাদা লাভ করেছেন: মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬১. নবী ﷺ এর কবি ও শহীদ: আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬২. সাইয়েদুশ শু'আরা: আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬৩. হিমা আদ দাবার অর্থাৎ ভিমরুল দ্বারা যে সাহাবীর মরদেহ হিফাযত করা হয়েছে: আসেম ইবনে সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহ।

৬৪. যে সাহাবী ফিরিশতাদের গর্বের মজলিশসমূহ ভালোবাসতেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬৫. বদর দিবসে মুসলিমদের ঝান্ডাবহনকারী: মুসাব ইবনে উমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬৬. যে সাহাবীর মৃত্যুতে দয়াময় রহমানের আরশ প্রকম্পিত হয়েছে: সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬৭. যে সাহাবী আল্লাহর রাসূল এর তরবারি এর হক আদায় করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছেন: আবু দুজানাহ্ সিমান ইবনে খারাশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৬৮. লাল পট্টি বিশিষ্ট সাহাবী: আবু দুজানাহ্ সিমান ইবনে খারাশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। উল্লেখ্য যে শাহাদাতের উদ্দেশ্যে তিনি মাথায় লাল পট্টি বেধেছিলেন।

৬৯. যে সাহাবীর আওয়াজ সেনাবাহীনিতে এক হাজার ব্যক্তির চেয়ে উত্তম: আবু ত্বলহা আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭০. যে সাহাবীকে মুসলিম উম্মায় অন্তর্ভূক্ত করায় নবী ﷺ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন: সালেম ইবনে মা'কেল মাওলা আবী হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭১. যে সাহাবীকে আল্লাহর রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে: আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭২. নবী ﷺ এর আযাদকৃত দাস ও নবী ﷺ এর প্রিয়তম মানুষ: যাইদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭৩. সত্যের অনুসন্ধানী সাহাবী: সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭৪. তাবুকের যুদ্ধে যে তিনজন সাহাবী অংশগ্রহন করেন নি ফলে আল্লাহু তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করেছেন:

- ❖ কা'ব ইবনে মালেক
- ❖ মুররাহ ইবনে রাবি'ঈ
- ❖ হিলাল ইবনে উমাইয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭৫. যে সাহাবীকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যবাদী আখ্যায়িত করেছেন: যাইদ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭৬. যে সাহাবীকে নবী ﷺ লাঠি দিয়েছেন কিয়ামত দিবসের আলামত হিসেবে: আব্দুল্লাহ্ ইবনে উনাইস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৭৭. যে সাহাবী জান্নাতে প্রবেশ করেছেন অথচ কখনো এক ওয়াক্ত আলাত আদায় করেন নি: আমর ইবনে উকাইশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (যিনি উসাইরিম নামে পরিচিত)

৭৮. যে সাহাবী মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করেছেন এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করেছে: ওহাশী ইবনে হারব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (তিনি উহুদের যুদ্ধে সাইয়েদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ্ মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুকে হত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। এরপর ইয়ামামার যুদ্ধে ভন্ড নবী দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাবকে হত্যা করেন। সে ছিল তখনকার সময়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ)

৭৯. নবী ﷺ এর যুগে যে শহীদ ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছিলেন: ত্বলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮০. যে সাহাবীকে মুসলিম উম্মাহর ইউসূফ লকব দেয়া হয়েছে: জারির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮১. যে সাহাবী নবী ﷺ এর গঠনগত এবং চারিত্রিক দিক থেকে সাদৃশ্য ছিলেন: জা'ফর ইবনে আবী ত্বলিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮২. যে সাহাবী সূরা তুর শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন: যুবাইর ইবনে মুত'ঈম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৩. যে সাহাবীর উদ্দেশ্যে রাসূল তার পিতা-মাতা উৎসর্গের কথা উল্লেখ করেছেন: সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৪. যে সাহাবীকে কনষ্ট্রিনফল এর বেড়ির উপর দাফন করা হয়েছিল: আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৫. যে সাহাবীকে ফিরিশতাগণ সালাম দিতেম: ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৬. যে সাহাবীর কুরআন তিলাওয়াত শুনার জন্য ফিরিশতারা অবতরণ করতেন: উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৭. যে সাহাবী একাকী মৃত্যবরণ করেছেন এবং একাকী পুনরুত্থিত হবেন: আবু যার আল গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৮. যে সাহাবী এক তীরে এক সময়ে ৩০০ জনকে হত্যা করেছিলেন: আবুল গাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৮৯. যে সাহাবীর আথিতীয়তা নবী ﷺ হিজরতের সময় গ্রহণ করেন: আবু আইয়ূব আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯০. যে সাহাবী আযান স্বপ্নে দেখেছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯১. যে সাহাবীর উহুদের যুদ্ধে চোখ বেড়িয়ে আসে পরবর্তীতে নবী ﷺ হাত দিয়ে বসিয়ে দেন: কাতাদাহ ইবনে নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯২. যে সাহাবী হুনাইনের যুদ্ধে জীবরীল 'আলাইহিস সালামকে দেখেছেন: হারিসা ইবনে নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯৩. যে সাহাবীর আকৃতিতে জীবরীল 'আলাইহিস সালাম আগমণ করতেন: দেহীয়া আল ক্বালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯৪. যে সাহাবী মাসীহাদ দাজ্জালকে দেখতে পেয়েছেন: তামীম আদ দারি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯৫. যে সাহাবীর সম্পদ না থাকায় নিজের স্বীয় সম্মান সদক্বা করে দিয়েছেন এবং তা মাক্ববুল সদাক্বা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে: উলবা ইবনে যাইদ ইবনে হারেসা আল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯৬. যে সাহাবীকে আল মানহুর(জবেহকৃত) লক্বব দেয়া হয়েছে: আবু রাহাম কুসসুম ইবনে হুসাইন আল গিফারি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। উল্লেখ্য যে, এ সাহাবী উহুদের যুদ্ধে তার গলায় তীরবিদ্ধ হন। নবী তা থুথু মুবারক দিয়ে গলায় মেখে দেন ফলে তিনি সুস্থ হয়ে যান। তাই তাকে মানহুর বলা হতো।

৯৭. যে সাহাবীকে থেকে ফিরিশতাগণ লজ্জা বোধ করতেন: উসমান ইবনে 'আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯৮. যে সাহাবীকে মুমুর্ষ অবস্থায় নবী চুম্বন করেছিলেন: উসমান মায'উন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৯৯. যে সাহাবীর লক্বব আত ত্বইয়েব ইবনুল মুত্তাইব: 'আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০০. যে সাহাবীকে নবী উহুদ দিবসে আল খাইর বা উত্তম বলে ডেকেছেন: ত্বলহা ইবনু উবাইদিল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। তাকে ত্বলহাতুল খাইর বলা হয়।

১০১. যে সাহাবীকে নবী উশাইরাহ দিবসে আল ফাইয়াদ নামে আখ্যায়িত করেছেন: ত্বলহা ইবনু উবাইদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। তাকে ত্বলহাতুল ফাইয়াদও বলা হয়।

১০২. যে সাহাবীকে হুনাইনের যুদ্ধে নবী আল জুদ লক্ববে ভূষিত করেছেন: ত্বলহা ইবনু উবাইদিল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। তিনি ত্বলহাতুল জুদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

১০৩. যে সাহাবীকে নবী তার কাধ মোবারকে বহন করেছেন: আলী ইবনে আবী ত্বলিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০৪. যে সাহাবীকে যেই দেখেছেন অথবা যেই তার সম্পর্কে শুনেছেন তাকে ভালোবেসেছেন: আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০৫. মুসলিম উম্মার ফক্বীহ হিসেবে পরিচিত: শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০৬. কাবার আঙ্গিনায় যে সাহাবীর জন্ম হয়েছে: হাকিম ইবনে হিযাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০৭. যে সাহাবী এমন কিছু শব্দ বা তাসবীহ পড়েছেন যা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পুরোটাই আলোকউজ্জল হয়ে দেখা গিয়েছিল: হুদাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০৮. যে সাহাবী একশত মুশরিক ব্যক্তিকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করেছেন: বারাহ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১০৯. যে সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছে কিন্তু কেউ তাববস্থান জানতে পারেনি: মাখশী ইবনে হিমইয়ার আল আশজা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১০. যে সাহাবীর কবর থেকে মিসকের সৌরভ বিচ্ছুরিত হয়েছিল: সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১১. যে সাহাবী তার ঘোড়া দিয়ে পানির উপর চলেছেন: হুজর ইবনে 'আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১২. যে সাহাবীর মৃত্যুর পর কৃত অসিয়ত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে: সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৩. যে সাহাবীকে বনী নাজ্জার গোত্রের বীর পাহলোয়ান বলা হতো: বারা ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৪. নবী এর গোপন বিষয় মিসওয়াক, স্যান্ডেল এবং সফরে পবিত্রতার পানি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৫. সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী ব্যক্তি: সালামা ইবনে আক্বওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৬. যে সাহাবীর পায়ের নলা কিয়ামতের দিন মিযানে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী হবে: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৭. খাজরাজ গোত্রের সরদার: সা'দ ইবনে উবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৮. আওস গোত্রের সরদার: সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১১৯. সাহাবীদের মধ্য থেকে ইয়ামানের ফকীহ্: আবু মুসা আল আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২০. যে সাহাবীর কবিতা কাফিরদেরকে তীর নিক্ষেপের চেয়েও বেশে আঘাতকারী বা ঘাতক ছিল: 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২১. সাহাবায়ে কিরামের ঈগল: খুবাইব ইবনে 'আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২২. সাহাবীদের মধ্যে মক্কায় বসবাসকারী সবচেয়ে সুগন্ধিপ্রিয় ব্যক্তি: মুসাব ইবনে 'উমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৩. যে সাহাবীর মৃত্যুর সংবাদ জীবরীল 'আলাইহিস সালাম নবী কে দিয়েছেন: সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৪. যে সাহাবীর জানাযায় ৭০ হাজার ফিরিশতা উপস্থিত হয়েছিলেন: সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৫. যে সাহাবীর কাছ থেকে নবী কুরআন শুনতে পছন্দ করতেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৬. যে সাহাবী মুসলিম প্রতি সবচেয়ে বেশি দরদি ছিলেন: আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৭. যে সাহাবী লজ্জাবোধের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সকলের উর্ধ্বে ছিলেন: 'উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৮. যে সাহাবী আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন: 'উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১২৯. ফারায়েযের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় জ্ঞানী: যাইদ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৩০. নবী এর যামানায় কুবা মসজিদের ইমাম: সা'দ ইবনে বনী উবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৩১. যে সাহাবী জান্নাতের ক্বারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন: হারেসা ইবনে নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৩২. সাইয়েদুল ক্বুররা- কারীদের সর্দার লক্বিবে ভূষিত: উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৩৩. রাসূল এর সময়ে যে চারজন সাহাবী কুরআনে কারীম সংকলন করেছেন:

- মু'আয ইবনে জাবাল,
- 'উবাই ইবনে কা'ব,
- যাইদ ইবনে সা'বিত,

- ❖ আবু যাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহুম।

১৩৪. যে সাহাবীদের জন্য জান্নাত অধির আগ্রহ প্রকাশ করছে:

- ❖ আলী ইবনে আবি ত্বলিব,
- ❖ সালমান আল ফারসী,
- ❖ 'আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহুম।

১৩৫. যে সাহাবীর একজনের সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের সমান ছিল: খুযাইমা ইবনে সা'বিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৩৬. 'উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু এর সময় বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের লিখক: উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৩৭. যে সাহাবীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নবী কে তিরষ্কার করেছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৩৮. যে সাহাবীকে নবী তার সামনে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আদেশ দিতেন: 'উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৩৯. যে সাহাবী সাতার কেটে আল্লাহর ঘরে তাওয়াফ করেছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৪০. সাহাবীদের মধ্যে বরকতসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন: জারির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল বাজালি রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৪১. আরোহী মুহাজির হিসেবে ভূষিত ছিলেন: ইকরামাহ ইবনে আবি জাহাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু।

১৪২. যে সাহাবী উহুদের যুদ্ধে সুঘ্রাণ লাভ করেছিলেন: সা'দ ইবনুর রবি'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৪৩. যে সাহাবী সম্পর্কে নবী বলেছেন আসা করি হামযাহ (রা.) এর স্থলাভিষিক্ত হবেন: আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৪৪. যে সাহাবী সম্পর্কে নবী বলেছেন, "এ আমার পক্ষ থেকে এবং আমি তার পক্ষ থেকে।" জুলাইবিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।